ইমদাদুল হক মিলন

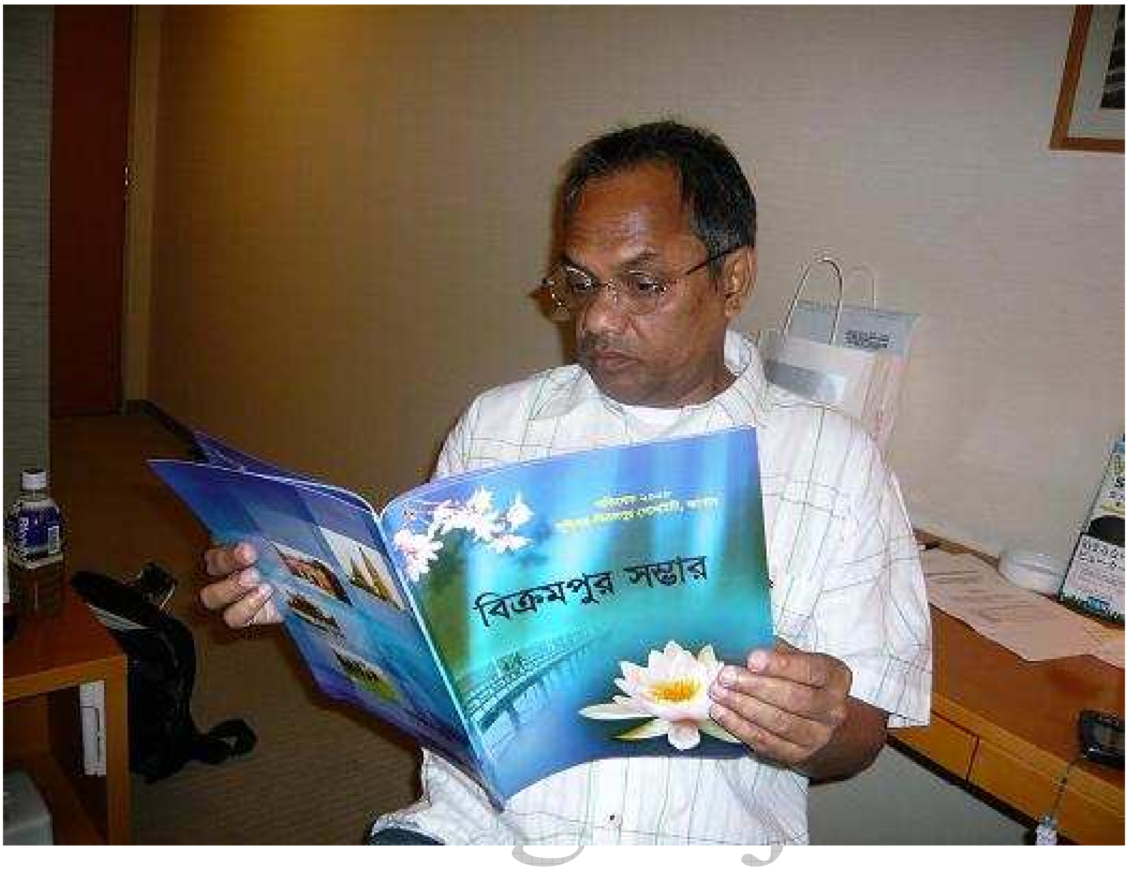

ইমদাদুল হক মিলন। বাংলা সাহিত্যে জীবন্ত কিংবদন্তী একটি নাম। বাংলার আকাশে উজ্জল নক্ষত্র। জন্ম ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে বিক্রমপুরের মেদিনীমন্ডল নামক গ্রামে। প্রথম রচনা গল্প (ছোটদের) ‘বন্ধু‘ ১৯৭৩ সালে। তারপরে একে একে অসংখ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির মধ্যে যাবজ্জীবন, পরাধীনতা, ভূমিপুত্র, নদী উপাখ্যান, রূপনগর, কালো ঘোড়া, রাজাকারতন্ত্র, কালাকাল, ও রাধা ও কৃষ্ণ, দুঃখ কষ্ট, উপনায়ক, নুরজাহান প্রধান।

১৯৮৭ সালে ইকো সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২ সালে হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে বিশ্ব জ্যোতিষ পুরস্কার, ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৯৩ সালে নাট্যসভা পুরস্কার, ১৯৯৩ সালে পূরবী পদক, ১৯৯৪ সালে বিজয় পদক, ১৯৯৫ সালে মনু থিয়েটার পদক, ১৯৯৫ সালে যায় যায় দিন পত্রিকা পুরস্কার, ১৯৯৫ সালে টেনাশিনাস পদক, ১৯৯৮ সালে মাদার তেরেসা পদক, ১৯৯৯ সালে এস এম সুলতান পদক, ২০০০ সালে অতীশ দিপংকর স্বর্ণপদক, ২০০১ সালে চোখ সাহিত্য পুরস্কার (কলকাতা), ২০০২ সালে ট্রাব অ্যাওয়ার্ড, ২০০২ সালে টেলিভিশন দর্শক ফোরাম পুরস্কার, ২০০২ বাচসাস পুরস্কার, ২০০৪ সালে ইউরো শিশু সাহিত্য পুরস্কার সহ অসংখ্য পদক লাভকারী বিক্রমপুরের এই কৃতি সন্তান বহু দেশ ভ্রমন করেছেন। এক সময় নিজেও (১৯৭৯-১৯৮১) প্রবাস জীবন যাপন করেছেন। বর্তমানে তিনি জাপান কালচারাল (JBCF) এবং মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সোসাইটি, জাপান এর আমন্ত্রনে জাপান ভ্রমন করছেন। জাপান প্রবাসী ও মুন্সীগঞ্জ.কমের কনট্রিভিউটর রাহমান মনি এ সময় তাঁর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন **Munshigonj.com** এর জন্য। নিচে সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হল।

মুন্সীগঞ্জ.কম : জাপানে আপনার তৃতীয় সফর। তিনবার সফরকালীন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে একাধিক প্রবাসীদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ হয়েছে, তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করেছেন। এর মধ্যে কি কোন ভিন্নতা লক্ষ্য করেছেন? করে থাকলে সেটা কি রকম?

মিলন : আমি দেখছি যতোই দিন যাচ্ছে প্রবাসীরা ততোই দেশের কথা বেশী বেশী ভাবছে। দেশের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করছে আপ্রান চেষ্টায় দেশকে পরিচিত করে তুলছে। জাপানের কথাই ধরা যাক, প্রবাসীরা সমবেত হয়ে টোকিও বৈশাখী মেলা নামে বাংলা নব বর্ষ উৎসবকে জাপানে ব্যাপকভাবে পরিচিত করে তুলছে। জাপান প্রবাসীরা শহীদ মিনার স্থাপিত করেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের নামে সমবেত হচ্ছে। এতে করে নিজ এলাকায় উন্নয়নে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। নিজ এলাকায় উন্নয়ন মানেই তো দেশের উন্নয়ন।

আমি এর আগে ২০০৫ সালে বিবেক বার্তার আমন্ত্রনে বৈশাখী মেলায় এসেছিলাম। ২০০৬ সালে জাপান ফাউন্ডেশন এর আমন্ত্রনে এসেছিলাম তবে ঐ সফরটি ছিল জাপানীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। চারটি আন্তর্জাতিক সেন্টারে লেকচার দিয়েছি। টোকিওতে মান্যবর রাষ্ট্রদুতও উপস্থিত ছিলেন।

এবারের আমন্ত্রন অবশ্য প্রবাসীদের কাছ থেকেই আসে। JBCF এখানে ''বাংলামেলা'' নামে একটি মেলার আয়োজন করে। গত ২ এবং ৩ আগষ্ট টোকিওর YOYOGI PARK এ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সোসাইটি, জাপান এর অভিষেক অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রিত হই। সব মিলিয়ে প্রবাসীদের দেশ প্রেম আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে।

মুন্সীগঞ্জ.কম : প্রবাসে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠন রয়েছে। আছে তার বিভিন্ন কার্যক্রম, এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

মিলন : অবশ্যই এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আমিতো মনে করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একত্রিত হয়ে নিজ অঞ্চলের জন্য কাজ করবে। আর নিজ অঞ্চল তো বাংলাদেশেরই একটি অংশ। দেশেরই উন্নয়ন।

মুন্সীগঞ্জ.কম : আঞ্চলিক সংগঠনগুলির কি জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মিলন : এলাকার শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত বলে মনে করি। শিক্ষার আলো না থাকিলে একটি জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করলে ভালো হয়।

মুন্সীগঞ্জ.কম : মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরবাসী আপনাকে নিয়ে গর্ব করে। বিক্রমপুরের সন্তান হিসেবে আপনার অনুভূতি কি?

মিলন : দেশের বাইরে আমাকে যদি কেহ প্রশ্ন করে তুমি কোন দেশী? আমি খবু গৌরব সহকারে প্রথমেই বলি আমি বাংলাদেশী। এই গৌরব করার মতো অনেক ইতিহাস আছে। তারপরই বিক্রমপুরের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিতে সম্মান বোধ করি। এরও অনেক কারণ আছে। বিক্রমপুর ছিল ভারত উপমহাদেশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ স্থান। তার কারণ হচ্ছে বিক্রমপুরে বহু গুণী মনীষি জন্ম নিয়েছেন। শ্রীজ্ঞান অতীশ দিপংকর জন্মেছেন আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে এই বিক্রমপুরের ব্রজযোগীনি গ্রামে। স্যার জগদীশ চন্দ্র যিনি বিজ্ঞানে সারা পৃথিবী কাপিয়ে দিয়েছেলেন তিনিও জন্মেছিলেন এই বিক্রমপুরে। চিত্তরঞ্জন দাশ, সরোজিনি নাইডু কিংবা ব্রজেন দাস জন্মেছেন এই প্রসিদ্ধ স্থানে। এই রকম আরো অনেক কৃতি সন্তান জন্মেছিলেন এই বিক্রমপুরে। যেহেতু

আমি সাহিত্যের মানুষ তাই সাহিত্যের কথাই বলব। বাংলা সাহিত্যকে যারা সম্মৃদ্ধ করেছেন তাদের অনেকেরই জন্ম বিক্রমপুরে। যেমন: মানিক বন্দোপাধ্যায়। মানব দিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। গাওদিয়ায় পুতুল নাচের উপর তিনি একটি কালজয়ী উপন্যাস লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই রকম অনেক কৃতিমান সাহিত্যিক জন্মেছেন এই বিক্রমপুরে। তাছাড়া জীবনানন্দ দাস এবং অমর্ত্য সেনের মায়ের বাড়ী ও এই বিক্রমপুরে। এই যে এত বড় বড় মানুষগুলি জন্মেছেন এই বিক্রমপুরে আমিও জন্মেছি এই বিক্রমপুরে এইটা আমার কাছে খুব গর্বের এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।

মুন্সীগঞ্জ.কম : সাহিত্যাঙ্গনের প্রায় সব কয়টি পুরস্কারই আপনি অর্জন করেছেন দেশ বিদেশে আপনি বিভিন্ন সম্মামনা পুরস্কার সহ অনেক সম্মান পেয়েছেন। এবার জাপানে আপনাকে নিজ জেলার সংগঠন থেকে ক্রেষ্ট সহ সম্মামনা সনদ দেওয়া হয়। আপনার অনুভূতি কি?

মিলন : আমাকে জাপানে মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সোসাইটি রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড নামে একটি পুরস্কার দিয়েছে। মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সোসাইটি আমাকে এই যে পুরস্কারটি দিল তা আমার কাছে একটু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, আমরা একজন মানুষ সারা পৃথিবী জয় করে এসে ঘরে ঢুকে এবং ঘরে তার মা, বাবা, ভাই বোন, কিংবা প্রিয়তমা স্ত্রী অথবা তার সন্তান, এমন কি পাড়া পড়শী তাকে বরন করে বলে যে, তুমি আমাদের সন্তান, তুমি একটি ভালো কাজ করেছ এই জন্য তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই

Munshiganj.com

পুরস্কারটি আমার কাছে ওই রকমই লেগেছে। দেশের বাইরে এই প্রথম আমার নিজ এলাকার লোকজন বা সংগঠন আমাকে এইভাবে সম্মানিত করলো এইটা আমার কাছে অন্যরকম একটা অনুভূতি।

মুন্সীগঞ্জ.কম : প্রবাসীদের কল্যানে প্রবাসীকল্যান মন্ত্রনালয় করা হয়েছে। তারপরও প্রবাসীরা বিমান বন্দর থেকে শুরু করে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রবাসী মন্ত্রনালয় সঠিক কাজ করছে বলে মনে করেন কি?

মিলন : সঠিক কি বেঠিক জানি না। বাংলাদেশেটা এখন কিন্তু দাড়িয়ে আছে প্রবাসে আমাদের প্রায় ৮০ লাখ প্রবাসীর পাঠানো রেমিট্যান্সের উপর। সুতরাং তাদের কল্যানেই তো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগনের একযোগে কাজ করা উচিত। কিন্তু আমাদের নীতিনির্ধারক হয়ে যারা মাথার উপর বসে আছেন। তারা প্রবাসীদের কথা চিন্তা করেন বলে মনে হয় না।

মুন্সীগঞ্জ.কম : মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রবাসীদের শারীরিক নির্যাতন সহ যেভাবে দেশে ফেরৎ পাঠাচ্ছে তাতে দেশের এর বিরুপ প্রভাব ফেলবে কি?

মিলন : অবশ্যই বিরুপ প্রভাব ফেলবে। অর্থনৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক সব ক্ষেত্রেই এর বিরুপ প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

মুন্সীগঞ্জ.কম : সরকারের ব্যর্থতা কি এক্ষেত্রে কাজ করেছে?

মিলন : আমি মনে করি এই ব্যাপারটি যদি কুটনৈতিকভাবে হ্যান্ডেল করা বা এর সাথে জড়িত বিভাগ যদি সঠিক সময়ে দ্রুত এবং সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিত তা হলে আজকের এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। রাষ্ট্র যদি উদ্যোগ নিত তাহলে কোন বা কোন ভাবে এর সুরাহা হত। তারা সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেয়নি। যার জন্য আমাদের লোকগুলিকে অমানবিকভাবে ফেরৎ আসতে হচ্ছে।

Munshigonj.com

মুন্সীগঞ্জ.কম : এই ক্ষেত্রে প্রবাসীদের কি করনীয় আছে বলে মনে করেন?

মিলন : আমাদের যে সব ভাইয়েরা প্রবাসে রহিয়াছেন তাদের সকলের উচিত স্ব স্ব দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রচলিত আইন মেনে চলা। এখন তুমি জাপান থাকো, তোমার উচিত হবে জাপানের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

মুন্সীগঞ্জ.কম : প্রবাসীদের ভোটাধিকার আজও দেওয়া হচ্ছে না। কি কারণ থাকতে পারে বলে মনে করেন?

মিলন : কোন কারণই থাকা উচিত নয়। ভোটাধিকার অবশ্যই থাকতে হবে। প্রবাসীরা ও বাংলাদেশী। এমন কি যৌথ নাগরিক প্রাপ্তদের বেলায়ও। প্রবাসীদের কে অবশ্যই অবশ্যই ভোটাধিকার দিতে হবে।

মুন্সীগঞ্জ.কম : রেমিট্যান্সের টাকা বাংলাদেশে পৌছতে সময় লাগে প্রচুর অথচ অন্যান্য দেশে খুব দ্রুত সময়ে পৌছে যায়। কি পদক্ষেপ নিলে সহজতর হবে মনে করেন?

মিলন : আমি বা আমরা তো আমাদের ভাবনার কথাগুলি বলতে পারব। কিন্তু কাজ কতটুকু হবে? পৃথিবীর এমন কোন দেশ আছে বলে আমার জানা নেই যেখানে জাপান, আমেরিকা কিংবা অন্যান্য

উন্নত দেশগুলি থেকে রেমিট্যান্স পাঠালে এতো সময় লাগে পৌছতে। বর্তমান অত্যাধুনিক উন্নত প্রযুক্তির যুগে এতোটা সময় লাগাটা তো একেবারেই অযৌক্তিক। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হওয়া বাঞ্চনীয়। অনলাইন ব্যাংকিং এর যুগে টাকা জমা দেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে কর্তৃপক্ষ জানতে পারে পৌছেছে কিনা। এখনকার পৃথিবী হচ্ছে কম্পিউটারাইজড। সব কিছু হাতের মুঠোয়। কাজেই কোন মতেই এতোটা সময় লাগা উচিৎ নয়। এই সেক্টরে যারা কাজ করছেন তারা আসলে এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। আমাদের নীতি নির্ধারকদের অযোগ্যতার জন্য সারা পৃথিবীর সাথে তাল মিলাতে পারছে না। আমরা সেই আগের স্থানেই রয়ে গেছি। এটা আমাদের দূর্ভাগ্য।

মুন্সীগঞ্জ.কম : Munshigonj.com নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ওয়েব সাইট আছে, যেখানে সমস্ত মুন্সীগঞ্জকে জানা যাবে মাত্র একটি ক্লিকের মাধ্যমে। এমনকি আপনাকেও। আপনি সাইটির কথা জানেন?

মিলন : আমি আসলে যন্ত্র (আধুনিক প্রযুক্তি) থেকে একটু দুরে থাকা মানুষ। এখনো সেই আগের আমলের হাতে লিখালিখি করি। এই যে আমার মোবাইল সেট দেখছো, আমি কেবল ফোন রিসিভ এবং ফোন করা ছাড়া আর কোন ব্যবহারই জানি না। অথচ আমি জানি আধুনিক প্রযুক্তির সব সুবিধাই এখানে দেওয়া আছে। আমার মাথায় ঢুকাতে পারি না। তবে আমি জানি যে, কাজগুলি হচ্ছে। কেউ না কেউ করছে। শুনতেও পাই। আজ তোমার এখানে এসে দেখলাম। এরপর থেকে নিয়মিত দেখার চেষ্টা করবো।

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজ এলাকাকে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা কাজ করে তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল। এই কাজটি করার জন্য কম্পিউটার এবং ওয়েব সাইটের কোন তুলনা নেই। আমি উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে শেখ তৈয়বকে তোমার মাধ্যমে ধন্যবাদ ও কৃতঞ্জতা জানাই।

Munshigonj.com

মুন্সীগঞ্জ.কম : মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর বাসীর প্রতি আপনার অনুরোধ থাকবে কি কি?

মিলন : আমি যেটা অনুরোধ করতে চাই তা হল মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের লোকজন বেশ ধনী। এককভাবে কিছু না করে যৌথভাবে যদি করা যায় সেটা বিক্রমপুর বাসীর জন্য কাজে আসবে। একসময় অত্র এলাকা শিক্ষিতের হার খুব ভালো ছিল। এখন অনেক কম। ভালো স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। মানুষের কল্যানে কাজ করবে যেমন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে তথ্য প্রযুক্তির খাত খুব শক্তিশালী। এই খাতে দক্ষ শ্রমিকের প্রচুর চাহিদা। বিদেশ থেকে প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগকারী এনে এখানে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করে লোকজনকে দক্ষ করে তুলে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিলে বাংলাদেশ অদুর ভবিষ্যতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

মুন্সীগঞ্জ.কম : বিক্রমপুরবাসী হিসেবে সরকারের প্রতি আপনার কি অনুরোধ থাকবে?

মিলন : বিক্রমপুর নামটি কেবল মুখে মুখেই আছে। মানচিত্রে বা সরকারী নথিপত্রে কোথাও নেই। এমন কি নামেও। এই বিক্রমপুর নামটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি কিছু লিখালিখি করেছিলাম। অন্ততপক্ষে জেলাটির নাম করন করা হউক মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর জেলা।

যেই চিন্তা চেতনার মধ্য থেকে জাপানে মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সোসাইটি নাম করন করা হয়েছে সেই একই চেতনা থেকে জেলাটির নাম মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর জেলা করা হউক। অন্তত সরকারী নথিপত্রের একটি স্থানে হলেও বিক্রমপুরের নাম থাকবে।

প্রবাসী বিক্রমপুর বাসীদের পক্ষ থেকে ও জোড় দাবী করা উচিত। কারণ প্রবাসীদের টাকায় দেশ চলে। প্রবাসীদের একটা বড় অংশ বিক্রমপুরের লোকজন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর সহ বহু উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তা বিক্রমপুরের কৃতি সন্তান। বিক্রমপুর বাসীদের এই ন্যায্য দাবীটুকুর প্রতি তারা সম্মান প্রদর্শন করবেন এটাই আমার অনুরোধ।

Munshigonj.com